- বর্ষ- ২০১৯
- সংখ্যা- ০৪
- অক্টোবর - ডিসেম্বর

GHASHFUL

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ১৮ বছর

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপের লক্ষ্য টেকসই উন্নয়ন

আমাদের মূল শত্রু হচ্ছে দারিদ্র্য। কাজেই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। দারিদ্র্যের হাত থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। সেই লক্ষ্য নিয়ে আমাদের কর্মপরিকল্পনা। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্তি দিয়ে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্প এবং প্রতিটি পদক্ষেপের একটাই লক্ষ্য-টেকসই উন্নয়ন, এসডিজি বাস্তবায়ন। গত ১৪ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আয়োজিত 'উন্নয়ন মেলা ২০১৯' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে কৃষকদের কল্যাণ, দারিদ্র্য নিরসন ও কৃষির

◀ বাকী অংশ ২য় পৃ: দেখুন

২০১৮ সালের সেরা আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য

ঘাসফুলের আইসিএবি ও সাফা অ্যাওয়ার্ড অর্জন

দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) ২০১৮ সালের সেরা আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য ব্যাংক, আর্থিক সেবা, উৎপাদন, কৃষিসহ ১০টি ক্যাটাগরিতে ২২টি ও সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (সাফা) বাংলাদেশের ২৪টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করেছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল ২০১৮ সালে ভালো বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করায় এনজিও ক্যাটাগরিতে ১৯তম আইসিএবি তে দ্বিতীয় ও সাফায় এনজিওখাতে যুগ্মভাবে প্রথম রানারআপ পুরস্কার লাভ করে। গত ৩০ ডিসেম্বর রাজধানী হোটেল সোনারগাঁওয়ে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ও আর্থিক প্রতিবেদন কাউন্সিলের (এফআরসি) চেয়ারম্যান সি কিউ কে মুস্তাক আহমেদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টসের (সাফা) প্রেসিডেন্ট ড. পিভিএস জগণ মোহন রাও। ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী সংস্থার পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল অর্থ ও হিসাব বিভাগের প্রধান মারুফুল করিম চৌধুরী।

জাতীয় স্কুল মিল পলিসি ২০১৯ নিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা

জাতীয় স্কুল মিল পলিসি বাস্তবায়নে প্রয়োজন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

জাতীয় স্কুল মিল পলিসি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এবং হস্তক্ষেপমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ছিল বৈষম্যহীন সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা কিন্তু সে লক্ষ্য পূরণে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডাব্লিউএফপি) এর সহযোগিতায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও ঘাসফুল-এর আয়োজনে গত ২৮ নভেম্বর নগরীর পিটস্টপ রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে 'জাতীয় স্কুল মিল পলিসি ২০১৯' বিষয়ে বিভাগীয় পর্যায়ের এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এ এফ ইমাম আলী এসব কথা বলেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সমাজবিজ্ঞানী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ও ঘাসফুল'র চেয়ারম্যান ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। জাতীয় স্কুল মিল পলিসি ২০১৯

◀ বাকী অংশ ২য় পৃ:

যুব সমাজকে নিজেদের আত্মসচেতন হতে হবে

জঙ্গিবাদের প্রভাবক ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ বিষয়ক কর্মশালা

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্প আয়োজিত 'জঙ্গিবাদের প্রভাবক ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ' শীর্ষক থানা পর্যায়ে এক কর্মশালা ২৯ ডিসেম্বর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর আর্ট গ্যালারির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোতোয়ালী থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মহসিন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন নগরীর ১৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ গিয়াস উদ্দিন, ২৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এইচ এম সোহেল, ৩৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মোঃ আশরাফ উদ্দিন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহান উদ্দিন, কোডেক এর উপ-নির্বাহী পরিচালক কমল সেন গুপ্ত, সাউদার্ন ইউনির্ভাসিটি বাংলাদেশের সহকারী রেজিষ্টার ডঃ মোহাম্মদ সফিউল্লাহ মীর, বায়তুশ শরফ কামিল মাদ্রাসার প্রভাষক মোঃ আবু তাহের। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য ও প্রকল্পের ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ইয়েস প্রকল্পের সমন্বয়কারী অমর সাধন চাকমা। প্রধান আলোচক বলেন, সমগ্র বিশ্ব আজ জঙ্গিবাদের ভয়াল থাবার শিকার। এটি কোনো ধর্মীয় বা জাতিগত সমস্যা নয়। এই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হলে প্রথমে যুব সমাজকে সচেতন ও রুখে দাড়াঁতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে মফিজুর রহমান বলেন, চট্টগ্রামের সম্ভাবনাময় যুব গোষ্ঠীকে নেতিবাচক কর্মকান্ড হতে দূরে রেখে তাদেরকে সমাজ ও দেশের জন্য যোগ্য, দক্ষ ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। আমরা সকলে মিলে এই ব্যাপারে সোচ্চার ভূমিকা রাখতে চাই। আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণসহ ইয়েস প্রকল্পের বিভিন্ন উপকারভোগীগণ ও ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন (সিবিও) এর প্রতিনিধিবৃন্দ প্রমুখ।

জাতীয় স্কুল মিল পলিসি..... ১ম পৃষ্ঠার পর

এর উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা নিয়ে আলোচনা করেন, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার মো : আব্দুলাহ আল মামুন পাটওয়ারী। অনুষ্ঠানে জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯' এর সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ সুলতান মিয়া। স্কুল মিল বাস্তবতা ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন ঢাকা গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম এনামুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন ডাঃ শেখ ফজলে রাব্বি, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ইউসুফ ইলাহি, সমাজসেবা অধিদপ্তর চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক জুলফিকার আমিন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চট্টগ্রাম'র জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা নারগীস সুলতানা, চট্টগ্রামের সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জহির উদ্দিন চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আবু নঈম মোহাম্মদ সফিউল আলম, বিএডিএস'র উপ সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ কাউছার হামিদ, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক সাদিকা সুলতানা চৌধুরী, হাটহাজারী উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মোক্তার বেগম মুক্তা, গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান, কোতোয়ালী থানা শিক্ষা অফিসার এস আর রাশেদ, ডবলমুরিং থানা শিক্ষা অফিসার চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, পাঁচলাইশ থানা শিক্ষা অফিসার মো: আবদুল হামিদ, বান্দরবান লামা থানা শিক্ষা অফিসার তপন কুমার চৌধুরী, চান্দগাঁও থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার খন্দকার সখিনা বেগম। আরো উপস্থিত ছিলেন ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ'র ব্যবস্থাপক রবার্ট কমল সরকার, বান্দরবান লামা একতা মহিলা উন্নয়ন সংস্থার সভানেত্রী খালেদা বেগম, ব্র্যাকের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী (শিক্ষা) মাহবুব হোসেন খান, সংশপ্তকের এডমিন কো-অর্ডিনেটর অগ্রদূত দাশ গুপ্ত, মনীষার নির্বাহী পরিচালক এস এম আজমল হোসেন, এসডিজি ইয়ুথ ফোরামের প্রেসিডেন্ট নোমান উল্লাহ বাহার, অপরাজেয় বাংলাদেশ চট্টগ্রাম'র ইনচার্জ মাহবুব উল আলম, বিবিএফ'র সামশুর নাহিদ, ডিএসএস'র আজিম উল্লাহ, কারিতাসের দেবব্রত পাল, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরীসহ অভিভাবক, সাংবাদিক, ছাত্র প্রতিনিধি প্রমুখ।

ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ এর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত !

বিশ্বের বৃহত্তম উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ গত ২০ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ... রাজিউন! তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবার মরহুমের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মহান আল্লাহর কাছে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তার পরিবার ও ব্র্যাক পরিবারকে প্রিয়জন হারানোর শোক বইবার শক্তি দান করেন।

মাতৃ বিয়োগ

ঘাসফুল চৌমাসিয়া শাখার (নওগাঁ জেলা) সাপোর্ট স্টাফ মো: হেলাল উদ্দিনের মাতা গত ২৭ নভেম্বর বার্ধ্যক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

ঘাসফুল, হালিশহর শাখায় সহকারি কর্মকর্তা (এমআইএস) পদে কর্মরত মোঃ তৌফিকুর রহমানের মাতা গত ২২ ডিসেম্বর বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন.. । তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপের ১ম পৃ: পর

উন্নয়ন এবং মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের জন্য সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করে পিকেএসএফ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মাননা স্মারক, প্রশংসাপত্র ও ক্রেস্ট বেগম মতিয়া চৌধুরীর হাতে তুলে দেন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ, সংসদ সদস্য, কূটনৈতিক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং উর্ধ্বতন বেসামরিক ও সামরিক ব্যক্তিবর্গসহ অনুষ্ঠানে দেশের সকল অঞ্চল বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সহযোগী সংস্থার উন্নয়নকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য উন্নয়ন মেলায় ১৪ হতে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত পিকেএসএফ এর ১৩০টি সহযোগী সংস্থার সাথে ঘাসফুলও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মেলায় ১৯০টি স্টলের মাধ্যমে উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী প্রদর্শিত হয়। ঘাসফুল একটি আর্কষণীয় স্টলের মাধ্যমে সংস্থার উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন করে, যা মেলায় আসা দর্শক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের কাছে সমাদৃত হয়। মেলা চলাকালীন সময়ে ঘাসফুল নির্বাহী ও সাধারণ পরিষদ সদস্যগণ এবং সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ঘাসফুল স্টল পরিদর্শন করেন।

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

টাইগার পাস কলোনী, পাহাড়তলী ফিরোজশাহ কলোনী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আগ্রাবাদ তালেবিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ১৮-২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের ১ম দিন ১৮ ডিসেম্বর টাইগারপাস কলোনী মাঠে আরম্ভ হয় সকাল ৯টায়। সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের পরিচালক (অপারেশন) ফরিদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম মজুমদার, ঘাসফুলের উপ-পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) মফিজুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা শাহ নেওয়াজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির আঞ্চলিক কর্মকর্তা মাহবুব হোসেন খাঁন। ২য় দিন ১৯ ডিসেম্বর পাহাড়তলী ফিরোজশাহ কলোনী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৯নং পাহাড়তলী ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জহুরুল আলম জসিম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফিরোজশাহ কলোনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক কাজী সুহানা আকতার। ৩য় দিন ২১ ডিসেম্বর আগ্রাবাদ তালেবিয়া স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি স্কুল থেকে ৮টি ইভেন্টে ১০ জন করে মোট ৮০জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী মোট ২৪জন ও ৫৬ জন প্রতিযোগীকে সান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রকল্পের প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদ, সুপারভাইজার ও শিক্ষকবৃন্দ।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের কর্মএলাকা শহরের জালালাবাদ ওয়ার্ডের আরেফিন নগর, চন্দ্রনগর মুক্তিযোদ্ধা এলাকায় ঝরেপড়া ও আউট অব স্কুল শিক্ষার্থীরা নিজেরা শহীদ মিনারে নির্মাণ করে মহান বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সকাল ১০টায় ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীতের মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু করে। পরে শিক্ষার্থীদের বর্ণাঢ্য র‌্যালী এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আশার আলো শিশু শিখন কেন্দ্রে এসে শেষ হয়। ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ১৪২টি আশার আলো শিখন কেন্দ্রে ৪২৬৮জন শিক্ষার্থী বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, বীরশ্রেষ্ঠ, জাতীয় পতাকা ও বিজয় দিবস বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের কর্মকর্তা, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঘূর্ণিঝড় বুলবুল

ঘাসফুল ইমারজেন্সী রেসকিউ টীম এর পতেঙ্গা এলাকায় মাইকিং

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’ উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানার আশংকায় আবহাওয়া অধিদপ্তর গত ০৯ নভেম্বর ১০নং মহাবিপদ সংকেত ঘোষণা করে। ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মোকাবেলায় ঘাসফুল ইমারজেন্সি রেসকিউ টিমের সদস্যরা চট্টগ্রামের পতেঙ্গা বেড়িবাঁধ এলাকায় সাগরপাড়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসরত জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে মাইকিং করে। এসময় তারা জেলেপাড়া, চরপাড়ার বাসিন্দাদের শিশু, নারী ও বয়স্ক লোকজনকে দ্রুত সরিয়ে নিতে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে। ঘাসফুল ইমারজেন্সি রেসকিউ টিম মধ্যাহ্ন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এছাড়া যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ৫০ সদস্যের প্রশিক্ষিত এ টিমকে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।

ঘাসফুল ইন্টার্ণশীপ কর্মসূচী

ঘাসফুল ইন্টার্ণশীপ কর্মসূচী সংস্থার আন্তর্জাতিক মানের একটি কার্যক্রম। উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, উন্নয়ন সেক্টরে কাজ করতে আগ্রহী মেধাবীদের উৎসাহিত করাসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ঘাসফুল ১৯৯৮ সাল থেকে এ কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে। এটি একটি সংস্থার সেবামূলক কার্যক্রম। গত তিনমাসে চট্টগ্রাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি এর ছাত্রী সামিহা শারমিন ইন্টার্ণশীপ সম্পন্ন করে। সে ঘাসফুল মানব সম্পদ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে এবং ইন্টার্ণশীপ প্রতিবেদন দাখিল করে।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে .....

শেষ পৃষ্ঠা পর

স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, তিনি অনুষ্ঠানে আগত সকলকে ধন্যবাদ জানান। প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. এ এফ ইমাম আলী বলেন, যুব সমাজ আমাদের জাতীয় প্রাণশক্তি এবং বিভিন্ন জাতীয় সংগ্রামের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের অন্যতম নির্মাতা। দেশের কাঙ্খিত মাত্রার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে যুব সমাজই বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। আর তাই আমাদের সকল ধরনের উন্নয়ন নীতিমালাতে যুব সংযোজন করা অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপ-পুলিশ কমিশনার-উত্তর, সি.এম.পি বিজয় বসাক বলেন, আমাদের সকল প্রয়াস আজকের যুব সমাজকে একটি সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশের মধ্যে রাখা, যাতে তারা তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে অবিচল থেকে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ রচনা করতে পারে। সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বলেন, ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্প তারুণ্য নির্ভর বহুমুখী কর্মযজ্ঞের সাথে সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ের মেল বন্ধনই পারে একটি সচেতন ও সক্রিয় যুবশক্তি বিনির্মাণ করতে। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের বিভিন্ন ওয়ার্ড, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক যুব ফোরামের প্রতিনিধিবৃন্দ। আলোচনা পর্ব শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ঘাসফুলে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের সাফল্যে অভিনন্দন

কে এম মোবাশ্বিরা ইসলাম লাবিবা এবারের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই) পরীক্ষায় ইস্পাহানী আদর্শ হাই স্কুল থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। তার মাতা নাসিমা আক্তার রুনা ঘাসফুল হিসাব বিভাগে সহকারী ব্যবস্থাপক এবং পিতা কে এম সাইফুল ইসলাম ইরা ফ্যাশন লিঃ এ মার্চেন্ডাইজার পদে কর্মরত আছেন।

মোঃ আদনান রহমান গালিব এবারের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় নাসিরাবাদ সরকারি বালক বিদ্যালয় থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। তার পিতা সাইদুর রহমান খান ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগে রিজওনাল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত এবং মাতা রোমানা আক্তার একজন গৃহিণী।

ফাবিহা ইবনাত হক অহনা এবারের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় সিলভার বেলস কিন্ডারগার্টেন এন্ড গার্লস হাই স্কুল থেকে জিপিএ-৪.৮৬ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। তার মাতা জেসমিন আক্তার ঘাসফুল পাবলিকেশন বিভাগে সহকারী ব্যবস্থাপক এবং পিতা এ.কে.এম. ফজলুল হক শাকিল রিজভী স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এ ব্রাঞ্চ ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত।

শৈলী বড়ুয়া (পূর্ণিকা) এবারের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় বাংলাদেশ মহিলা সমিতি (বাওয়া) স্কুল থেকে জিপিএ-৪.৮৬ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। তার মাতা শিপ্রা বড়ুয়া ঘাসফুল হিসাব বিভাগে ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত এবং পিতা সুমিত বড়ুয়া ব্যবসায়ি।

কামরুন নাহার (রাখি) এবারের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় পায়ের খোলা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৩.৭১ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। তার পিতা আবদুল ওয়াদুদ ঘাসফুলে সিনিয়র এসএস হিসেবে কর্মরত এবং মাতা ইয়াসমিন আরা একজন গৃহিণী।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ। এতে অংশগ্রহণ করে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীরা। কুচকাওয়াজ এ অভিবাদন গ্রহণ করেন বিভাগীয় কমিশনার আবদুল মান্নান। কুচকাওয়াজ শেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ কামাল হোসেনের নিকট হতে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী খুরশিদা আক্তার, শিক্ষক তানজিনা হক ও নাজমা আক্তার।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই) পরীক্ষায় সাফল্য

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই) পরীক্ষায় ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে এবং ১০০% কৃতিত্বের সাথে পাস করে। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি রইলো আন্তরিক অভিনন্দন।

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ১৪ ডিসেম্বর 'পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক একদিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (পিআইটি) এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন পিআইটি'র সুপারিনটেনডেন্ট কামরুন নাহার, রুমা দাশ, রওশন আরা চৌধুরী, ছবি রাণী নাথ ও আবদুল বাতেন। অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী, শিক্ষক জান্নাতুল মাওয়া, শাহনাজ বেগম, রুনা আক্তার,

ঘাসফুল আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থীদের চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ

গত ২৫-২৬ অক্টোবর দুই দিনব্যাপি সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুল এন্ড কলেজ মিলনায়তনে শিল্পী শওকত জাহানের উদ্যোগে ও পরিচালনায় চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। স্পেশাল আর্ট স্কুল, সানসাইন আর্ট স্কুল, ঘাসফুল আর্ট স্কুল, কর্ণফুলী আর্ট স্কুল, সানডে আর্ট স্কুল, নকশা আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থীদের আঁকা চিত্র উক্ত প্রদর্শনীতে স্থান পায়। উক্ত চিত্র প্রদর্শনীতে ঘাসফুল আর্ট স্কুলের ২৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ।

সম্পাদকীয়

আজকের শিশু আনবে আলো, বিশ্বটাকে রাখবে ভালো

কিশোর কবি সুকান্ত বলেছিলেন, "এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি/ নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।" একটি প্রজন্ম একটি দেশকে যেমন বদলিয়ে দিতে পারে তেমন পারে পুরো বিশ্বটাকেও। বিশ্বব্যাপী সংঘাত, সংকট ও আধিপত্যবাদকে না বলতে প্রয়োজন বিশ্ব নাগরিক তৈরি করা। যাদের ভাবনায় থাকবে বিশ্বশান্তি, যাদের চেতনায় থাকবে দেশপ্রেম ও নিজ দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি থাকবে বিশ্ব মানবতার প্রতি মমত্ববোধ। সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) তেমনই একটি ভাবনার রূপকল্প। যার মূল শ্লোগানেই রয়েছে, "কাউকে পেছনে রাখা যাবে না"। আমরা বিশ্বাস করি, এধরণের চেতনা ও কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমান্ত পেরিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে পরস্পর সহানুভূতি, মমত্ববোধ। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমান প্রজন্ম এবং বর্তমান সময় যেভাবে দেশে দেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিভেদের বেড়াজালে আটকে আছে, তাতে করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা দুরূহ বিষয়। এমন এক কঠিন প্রেক্ষাপটে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন মানবিক একদল বিশ্ব নাগরিক-যা পৃথিবী নামক গ্রহটিকে নিরাপদ রাখতে অত্যন্ত জরুরী। এরকম বিশ্ব নাগরিক গড়তে অনাগত ও আগামী প্রজন্মের শিশুদের শিক্ষা, মানসিকতা ও যোগ্যতা তৈরিতে এমনই এক চেতনা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন-যা তাদেরকে দেশে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহের কথা ভুলে, ধর্ম, জাতি ও বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে সত্যিকারের বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এবারের 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০১৯' এর প্রতিপাদ্য ছিল, 'আজকের শিশু আনবে আলো, বিশ্বটাকে রাখবে ভালো। আজকে যারা শিশু তারাই আগামী দিনের সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীর কর্ণধার। শিশুদের হাতে ভবিষ্যৎ নির্মিত হবে বলে পৃথিবীকে তাদের বাসযোগ্য করে তুলতে এতো প্রচেষ্টা। শিশুর প্রতি মানুষের ভালোবাসা চিরন্তন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষেরই শিশুর প্রতি আবেগ মোটামুটি একই ধরণের। প্রত্যেকেই তার শিশুকে সর্বোচ্চ আদর, স্নেহ, ভালোবাসা দিতে চায়। কিন্তু শিশুর জন্য শুধুমাত্র ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়। শিশুর প্রতি আমাদের সকলের রয়েছে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রথমত; শিশুর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত; শিশুর শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা। তৃতীয়ত; শিশুর সামাজিকীকরণ নিশ্চিত করা। মনে রাখা প্রয়োজন একটি শিশুকে সৎ, নিষ্ঠাবান ও পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের নৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্ব। এসব কিছুর পাশাপাশি শিশুদের এখন সবচেয়ে যে বিষয়টি সৃজনে মননে দেয়া জরুরী তা হলো, নিরাপদে বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন একটি যুদ্ধবিহীন নিরাপদ পৃথিবী। তাদের ধারণায় দেয়া প্রয়োজন, পাশের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে যেমন নিজে শংকামুক্ত থাকা যায় না, তেমনি পাশের দেশ, এমনকি দূরবর্তী কোন দেশেও সংকট, সংঘাত লাগিয়ে পৃথিবীকে নিরাপদ রাখা সম্ভব নয়। আজকে আমরা শিশুকে যে শিক্ষায় গড়ে তুলবো, যে দীক্ষায় দীক্ষিত করবো তার ভিত্তিতেই শিশুরা ভবিষ্যতকে নির্মাণ করবে। আমরা জানি ঝরেপড়া শিশুদের কথা ভেবে বাংলাদেশ সরকার হাতে নিয়েছে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প, যা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে একটি স্বপ্ন। সমাজের শিক্ষিত বা ধনী সমাজের সন্তানদের পাশাপাশি এদেরকেও সমান্তরালে আনতে হবে। কারণ এক'পা খাটো রেখে অন্য'পা লম্বা করে গতি বাড়ানো সম্ভব নয়। হাজার সংকটের মধ্যেও বাংলাদেশে এখন শিশুদের অধিকার, সুরক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন শিশু পত্রিকা। রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছে শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন অনুষ্ঠান। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে থাকে শিশুদের জন্য বিশেষ পাতা। ফলে মানুষ এখন শিশুদের অধিকার নিয়ে সচেতন হচ্ছে এবং শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক ভাবে গড়ে উঠছে বিশ্বব্যাপি শিশু সম্প্রতি, বিশ্ব শিশু সংযোগ। ভাব, বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে একদেশের শিশুর সাথে অন্যদেশের। এসব উদ্যোগের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একদিন বিশ্বব্যাপি প্রতিষ্ঠিত হবে শিশুস্বর্গ। এসব নিস্পাপ শিশুরাই গড়ে তুলবে একদিন নিরাপদ বিশ্ব, যেখানে যুদ্ধ, নিগ্রহ হবে নিষিদ্ধ।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র: পথ-পরিক্রমার ইতিহাস

উনিশ'শ পঁচাশি সালের কথা। ঘাসফুলের অফিস ছিলো চট্টগ্রাম লালখানবাজার হাইলেভেল রোড এলাকায়। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমান তখন লালখান বাজার পোড়া কলোনীর বস্তিবাসিদের কাছে ভীষণ প্রিয় মানুষ। মূলতঃ এসময় থেকেই ঘাসফুল চট্টগ্রাম নগরীর পূর্বমাদারবাড়ি সুইপার কলোনীতে (বর্তমান নাম সেবক কলোনী) কাজ করার জন্য এগিয়ে আসে। বিষয়টি মোটেও স্বাভাবিক ছিলো না। তখনকার সমাজব্যবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সুইপার কলোনীতে ঢুকে কাজ করার অনুকূলে ছিলো না। কারণ এখনকার বাসিন্দারা ছিলো অচ্ছুত। এরা পারতো না দোকানে বসতে, পারতো না কলোনীর চারদেয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করতে। রাস্তাঘাট, হাটবাজার, হাসপাতাল সর্বত্রই এরা অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব রেখে চলাফেরা করতো। স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে। কারণ জন্মসূত্রে এদের অর্পিত পেশা হলো ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করা, এরা হরিজন। ময়লা-আবর্জনা পরিচ্ছন্ন করে নগরবাসির জীবন-যাপন স্বাভাবিক রাখলেও এরা নিজেদের আবাসস্থলের বাইরে সুস্থ, স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারতো না। তাদের ছেলে-সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারতো না। অবশ্য শিক্ষার কথা তখন ওদের ভাবনার বিষয়ও ছিল না। জন্মসূত্রে অর্পিত পেশার বাইরে ভিন্ন কিছু করার কথা তারা কল্পনাও করতে পারতো না। ঠিক এমনই এক প্রেক্ষাপটে ঘাসফুল এখানে কাজ শুরু করে। প্রথমে সক্ষম দম্পতির তালিকার আওতায় তাদের নিয়ে আসা হয়। তারপর সংস্থার স্বাস্থ্যকর্মীরা এখানে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণসহ অন্যান্য সেবাগুলোও দিতে শুরু করে। তখন দেশব্যাপী অনেক উন্নয়ন সংস্থা কাজ করছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ হচ্ছে কিন্তু এ অচ্ছুত জনগোষ্ঠী নিয়ে তখনো কেউ ভাবেনি। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমান ভাবলেন এবং বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাদের নিয়ে আসলেন উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায়। ঘাসফুল ১৯৭২ সাল থেকে রিলিফওয়ার্ক দিয়ে কাজ শুরু করে এবং চট্টগ্রাম শহরের নিম্ন আয়ের লোকজনদের পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান কার্যক্রম, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলো। ১৯৯১ সালে চট্টগ্রামে প্রলয়ংকরি ঘূর্ণিঝড়ের পরপর ঘাসফুল অফিস লালখান বাজার থেকে পশ্চিম মাদারবাড়ি পোড়ামসজিদ এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। ফলে সুইপার কলোনী এবং ঘাসফুল অফিস কাছাকাছি চলে আসে। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে সংস্থার পক্ষ থেকে মাঝিরঘাট, পূর্ব মাদারবাড়ি এলাকায় ত্রাণ বিতরণের ফলে স্থানীয় অধিবাসিদের সাথে ঘাসফুলের যোগাযোগ আরো নিবিড় হয়ে আসে।

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমান তখন সংস্থার নিবর্হী পরিচালক হিসেবে চলমান কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তখনকার পরিস্থিতিতে সুবিধা বঞ্চিত এ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা ছিল এক বড়ধরণের চ্যালেঞ্জ। একদিকে ছিল এ সম্প্রদায়ের লোকজন শিক্ষা ও সচেতনতামূলক বার্তা গ্রহণে অনিহা অন্যদিকে অন্যান্য প্রতিবেশীদের তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞা। এছাড়াও সুইপার কলোনীর আশপাশ এলাকার যারা বসবাস করতেন তাদের প্রতি ছিল এই জনগোষ্ঠীর সন্দেহ ও ভীতি। অচ্ছুত ও নোংরা ভেবে এলাকার মানুষ সাধারণত তাদের ধারে কাছে যেতো না। পরাণ রহমান সমস্যাটি নিয়ে ভাবলেন, নিজের মতো করে গবেষণা করলেন। ঘাসফুলে কর্মরত কর্মীদের নিয়ে পরামর্শ করলেন। এমন সময় অনেক দক্ষ ও ত্যাগী কর্মীরাও সুইপার কলোনীতে কাজ করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন। পরাণ রহমান সকল সমস্যা চিহ্নিত করলেন এবং দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে গেলেন। বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তিনি নিজেই নেমে পড়লেন মাঠে। তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে, মমতা দিয়ে সুইপার কলোনীর বাসিন্দা রাজকুমারি, চুন্নু সর্দারসহ অনেককে মোটিভেশনের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় আনতে সক্ষম হন। তিনি সরাসরি তাদের কলোনীতে যেতেন, ঘরে বসতেন এবং কুশল বিনিময় করতেন। তাদের সাথে ঘনিষ্ট হওয়ার জন্য বিছানাতে বসে তাদের শিশুদের পড়ানোর চেষ্টা করতেন। ধীরে ধীরে তাদের সাথে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। পরাণ রহমানের কাছে তারা মনের কথা খুলে বলতে শুরু করেন। একসময় সুইপার কলোনীর ছোট ছোট শিশুরা টিকা নিতে ঘাসফুল অফিসে আসা শুরু করে। ফুলের মতো নিস্পাপ শিশুদের দেখে পরাণ রহমানের ভাবনায় তাদের শিক্ষার বিষয়টি আসে। কারণ উনি জানতেন প্রথা অনুযায়ী এসব শিশুরা স্কুলে যাওয়ার কথা নয়। একটু বড় হলেই বিয়ে হবে মেয়েশিশুর আর ছেলে শিশুরা জড়িয়ে পড়বে মাদকাসক্তিতে। তারপর উভয়ই বংশ পরম্পরা ভগ্নশরীরে পা বাড়াবে সে নির্ধারিত পেশায়, শহর পরিচ্ছন্নতার কাজে। তিনি নিশ্চিত, এসব শিশুর জীবনচক্রও বাঁধা পড়বে সারাদিন কাজ শেষে মাতাল হয়ে সংসারের ঝগড়া ঝাটিতে। পরাণ রহমান মনেপ্রাণে এসব শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। তিনি দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙ্গে তাদের আলোর পথ দেখাতে মরিয়া হয়ে উঠলেন। ভাবনাটি ছিল একেবারেই কঠিন। তবুও তিনি সংকল্প করলেন, পরিকল্পনার ছক অনুযায়ী পা-পা করে এগোতে লাগলেন। শিশুদের স্কুলে দেয়ার কথা শুনে কলোনীর বাসিন্দারা ক্ষেপে গেলেন, সন্দেহ পোষণ করলেন, নানা যুক্তিতে সরে পড়তে চাইলেন।

◀ বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃ: দেখুন

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রঃ ....

৫ম পৃষ্ঠা পর

এভাবে তাদের সাথে বোঝাপড়া করতে করতে অবশেষে ১৯৯৩ সালে ঘাসফুল পূর্বমাদারবাড়ি সুইপার কলোনীতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর শুরু হয় কলোনীর বাইরের বিভিন্ন বাধা বিপত্তি। পরাণ রহমান দৃঢ়চিত্তে সব বাধা বিপত্তি মোকাবেলা করলেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অবশেষে দাতা সংস্থা বিপিএইচসি'র সহায়তায় কলোনীর ক্লাবঘরটি ২/৩ ঘন্টার জন্য ভাড়া নিয়ে শুরু করেন নন-ফরমাল প্রাইমারি এডুকেশন (এনএফপিই) কার্যক্রম। ধীরে ধীরে শিক্ষা বঞ্চিত কলোনীবাসির ভয় ভাঙতে থাকে। শিশুরা আসতে থাকে স্কুলে। প্রথমদিকে এ স্কুলেই এসব সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা হতো। ১৯৯৭ সাল থেকে দাতা সংস্থা অ্যাকশন-এইড এর সহায়তায় পরিচালিত ঘাসফুলের সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতাধীন নগরীর অন্যান্য নন ফরমাল প্রাইমারি এডুকেশন (এনএফপিই) স্কুলগুলোর সমান তালে এই স্কুলটিও সফলতার সাথে এগোতে থাকে। ঘাসফুল কর্মী এবং শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্ঠা এবং পরাণ রহমানের বিশেষ পরিচর্যায় ধীরে ধীরে স্কুলটির সুনাম ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এভাবে দীর্ঘদিন সফলতার সাথে চলে শিক্ষা কার্যক্রম। পরবর্তীতে একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সুইপার কলোনীর শিশুদের নিকটস্থ প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। স্কুলে আসা শিশুদের অক্ষরজ্ঞান, ছবি আঁকাসহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্কুল উপযোগী করে সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রেক্ষাপটটি ছিল দীর্ঘদিন ঘাসফুল স্কুলটি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পর স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে ঘাসফুলের সহযোগিতায় সুইপার কলোনী থেকে কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয়। এসময় ঘাসফুল স্কুল পড়ালেখায় ভাল এধরণের একটি ইস্যুতে কিছু শিক্ষার্থীরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে আসলে এবং সরকারি বই বিতরণে দ্বৈততা সৃষ্টি হলে ঘাসফুল কর্তৃপক্ষ স্কুলটিকে ফরমাল পাঠদান বদলিয়ে শিশু বিকাশ কেন্দ্রে রূপান্তর করে। এ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল অনগ্রসর হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর সন্তানদের মাঝে শিক্ষার যে ধারা সৃষ্টি করা হয়েছে তা অব্যাহত রাখা। তাদেরকে জীবনদক্ষতার প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে মূল জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত করা। চট্টগ্রাম পূর্ব মাদারবাড়ি সুইপার কলোনীতে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার মুখোমুখি হয় ঘাসফুল। স্থানীয় স্কুলগুলোতে তথা কথিত অচ্ছুত এবং সুবিধাবঞ্চিত এসব শিশুদের ভর্তির ব্যাপারটাও সহজ ছিল না। স্থানীয়রা দাবি তুললেন, তাদের সন্তানদের অচ্ছুত সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়ের সাথে এক টেবিলে বসিয়ে পড়ালেখা করানো যাবে না। পরাণ রহমান শিক্ষা অফিসারের সাথে যোগাযোগ করলেন। স্থানীয় লোকজন, স্কুল শিক্ষক, অভিভাবকসহ বিভিন্ন লোকজনের মাঝে মোটিভেশন দিয়ে তিনি অবশেষে সুইপার কলোনীর শিশুদের স্কুলে ভর্তি করাতে সক্ষম হলেন। এভাবে একটি ছোট্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে চট্টগ্রাম মহানগরীর পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনীতে নিরবে নিভৃতে রচিত হলো আড়ম্বরহীন এক ইতিহাস। কারণ এর আগে কখনো এ কলোনীর ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়নি। ঘাসফুল ২০০৫ সাল থেকে অদ্যবধি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে স্কুলটিকে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র হিসেবে পরিচালনা করে আসছে, যা আসলেই একটি দুঃসাহসি ইতিহাস। এ ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে থাকবে ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত পরাণ রহমানের নাম। পরাণ রহমানের সংকল্প, উদ্যোগ ও সফলতা আমাদের চিন্তা চেতনাকে নিঃসন্দেহে শানিত করে যাবে। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর এধরণের চিন্তাচেতনা সমাজে ভেদাভেদ কমিয়ে সর্বস্তরে সবার জন্য মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। এ দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় যেমন রয়েছে হতাশা তেমনি রয়েছে বহু সফলতা এবং দুর্দান্ত কিছু ঘটনাপ্রবাহ। সবকিছু মিলিয়ে বলা যায় সেবক কলোনীর অনেক সফলতা আজ দৃশ্যমান। সেবক কলোনীর সন্তান; ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ছাত্র অভিরাম দাশ প্রকৌশলবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন শেষে বর্তমানে প্রাইভেট সেক্টরে ভাল চাকুরী করছে। ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের আরো একজন ছাত্র রবি দাশ অত্যন্ত অল্প বয়সে চট্টগ্রামে ঢোল-বাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে

সক্ষম হয় এবং বর্তমানে সফলভাবে ব্যবসা করছে। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের এরকম আরো অনেক প্রাক্তন শিক্ষার্থী বর্তমানে তাদের পৈতৃক পেশার বাইরে এসে নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে- যা একসময় কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বর্তমানে পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনীতে অন্তত: অর্ধ-শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে, যারা শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করছে। বলা যায় যে কলোনীতে একসময়কার চিত্র ছিল; সকালবেলা ঝগড়াঝাটি আর শিশুদের কান্না, সূর্যাস্তের পর শুরু হতো নেশাগ্রস্থ মাতলামি, সেখানে আজ সকাল-বিকাল মুখরিত হয় স্কুল-কলেজগামি শিক্ষার্থীদের পদচারণায়। এখানকার বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পেশায় কাজ করছে। পূর্বমাদারবাড়ি সেবক কলোনীর বাতাস শহরের অন্যান্য সেবক কলোনীগুলোতেও লেগে যায়। তারাও এখন তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠায়, শিক্ষা নিয়ে ভাবে। বর্তমানে বান্ডেল রোডস্থ সেবক কলোনীর বাসিন্দা ঘাসফুলের পরিচ্ছন্নতাকর্মী মোহিনী দাশের সন্তান রোহান দাশের শিক্ষাব্যয় বহন করছেন ঘাসফুল এর নির্বাহী সদস্য প্রয়াত পরাণ রহমানের জেষ্ঠ্যকন্যা পারভীন মাহমুদ এফসিএ। এভাবে ঘাসফুল এবং ঘাসফুল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম শহরের সেবক কলোনীগুলোতে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের হাওয়া সঞ্চারিত হয়, যা এসডিজি বাস্তবায়নে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং উন্নয়ন সেক্টরে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। মূলতঃ ক্ষুদ্র পরিসরে এ বিশাল পরিবর্তনের মূল কারিগর ছিলেন ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তথাকথিত অচ্ছুত সম্প্রদায়ের মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন, যা এখনো এগিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে আরো বহুদূর। পরাণ রহমান শুধুমাত্র সেবক কলোনীর বাসিন্দাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিয়ে নয়, তিনি তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও কাজ শুরু করেছিলেন। বয়স্ক শিক্ষা চালু করেছিলেন। এখানে আরেকটি সমসাময়িক বিষয় উল্লেখ না করলে নয়, তখনকার দিনে চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র প্রয়াত এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরী নগরীর পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের (সুইপার) নাম পরিবর্তন করে সম্মানজনক একটি নামকরণ করেন; "সেবক"। মূলতঃ তখন থেকেই সুইপার কলোনীর নাম পাল্টে দেয়া হয় "সেবক কলোনী"। চট্টগ্রাম নগরে বিভিন্ন স্থানে এরকম পাঁচটি সুইপার কলোনী রয়েছে, তারা এখন সবাই "সেবক" এবং তাদের সকল বসতি গুলো না পরিবর্তিত হয়ে "সেবক কলোনী"। পাঁচটি সেবক কলোনীর মধ্যে পূর্ব মাদারবাড়ি, ফিরিঙ্গিবাজার, বান্ডেল রোড ও ঝাউতলার চারটিতে বসবাস করেন হরিজন সম্প্রদায় এবং শহরের আনন্দবাজারে অবস্থিত অন্যটিতে থাকেন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকজন।

এ পর্যায়ে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রটি কী এবং বর্তমানে কী কী কার্যক্রম পরিচালনা করছে-সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই।

একনজরে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র;

* **নাম:** ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র, ইংরেজীতে Child Development Center বা সংক্ষেপে CDC।

* **লক্ষ্য:** দলিত, তৃণমূল, দরিদ্র ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অশিক্ষার অভিশাপমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা।

* **উদ্দেশ্য ঃ** পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নানারকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলে দেশের মুল জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত করা।

* **কেন্দ্রটির অবস্থান:** সেবক কলোনী, পূর্ব মাদারবাড়ি, চট্টগ্রাম।

কার্যক্রমসমূহ;

- আনন্দমুখর পরিবেশে প্রাক-প্রাথমিক পাঠদান।
- স্কুলগামী শিশুদের স্কুলের পাঠ তৈরীতে (টিউটোরিয়াল সাপোর্ট) সহায়তা।
- শিশুদের মানসিক বিকাশে পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ, গান, ছবি আঁকার প্রশিক্ষন প্রদান।
- শিশুদের সংস্কৃতিমনা হিসেবে গড়ে তোলা।
- অভিভাবক মহলে শিশুস্বাস্থ্য, মাতৃস্বাস্থ্য, বাল্যবিয়ের কুফলসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে অভিভাবক সভার আয়োজন করা।
- বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা ।
- দলিত সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক শিশুদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশে পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক এবং সৃজনশীল বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।
- দলিত সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক পিছিয়েপড়া শিশুদের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ফোরামে, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের মূল জনগোষ্ঠীর সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেয়া।
- কিশোর-কিশোরীদের যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা।
- শিশু উৎসব এবং সৃজনশীল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ;
- স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচারে অংশগ্রহণ।
- জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা আয়োজন।

* ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে বর্তমানে ৬০ জন শিশুকে নিয়মিত শিক্ষাসেবা দেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম পরিস্থিতি

ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী

দারিদ্রই শিশুশ্রমের অন্যতম কারণ। এটা সমাজ কাঠামোগত সমস্যা। সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনগুলোর নানারকম ইতিবাচক কর্মতৎপরতার পরেও আমাদের দেশে এখনো উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক শিশু; সকল তৎপরতা ও অঙ্গীকারের বাইরে থেকে বেঁচে থাকার তাগিদে শ্রমে নিযুক্ত-যারা শিশু হিসেবে প্রাপ্য সকল সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত।

এখানে শিশুশ্রম পরিস্থিতি বলতে বিশেষ করে 'ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম' পরিস্থিতি বুঝতে হবে। প্রথমেই 'শিশু', 'শিশুশ্রম' ও 'ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম' প্রত্যয় ৩টি সম্পর্কে ধারণা নেয়া দরকার।

শিশু

আমরা জানি বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ (চল্লিশ) শতাংশের বেশি শিশু। তন্মধ্যে ১৫ (পনের) শতাংশের বেশি শিশু দরিদ্র। এই দরিদ্র শিশুদের মধ্যে রয়েছে শ্রমজীবী শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু, ধর্ষণ-যৌন হয়রানির শিকার শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, পথশিশু, বাল্য বিবাহের শিকার শিশু, চর, দ্বীপ, উপকূল পাহাড় তথা দুর্গম এলাকায় বসবাসরত শিশু। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হচ্ছে ১৮ বছরের নিচে যে কেউই শিশু। তবে অবাঞ্চিত বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে সরকারের-যাতে সুশীল সমাজ নারী সংগঠন ও উন্নয়ন সংগঠকদের দ্বিমত রয়েছে।

শিশুশ্রম

শিশুশ্রমের নানা সংজ্ঞা রয়েছে:

কোন শিশু দ্বারা সম্পাদিত শ্রম 'শিশুশ্রম' হিসেবে বিবেচিত হবে। শিশুরা নানা ধরণের কাজ করে। তবে জীবিকার জন্য প্রায়শঃ অন্যায্য মজুরির বিনিময়ে কাজ করলে প্রচলিত ধারণায় তাকে শিশুশ্রম হিসেবে ধরা হয়।

১) ৫-১১ বছরের যে শিশু প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ১ ঘন্টা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে অথবা ২৮ ঘন্টা গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকে তাকে শিশুশ্রম বলা হয়।

২) ১২-১৪ বছরের যে শিশু প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ১৪ ঘন্টা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে অথবা ২৮ ঘন্টা গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকে তাকে শিশুশ্রম বলা হয়। (উৎস: চাইল্ড লেবার ইউনিট, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ)

তবে 'শিশুশ্রমিক' বলে কোন ব্যক্তি-শ্রমিক এর অস্তিত্ব থাকা বাঞ্চনীয় নয়। শ্রমে নিয়োজিত শিশু বা শ্রমজীবী শিশু ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম

বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে National Child Labour Elimination Policy 2010 এর বর্ণনা, "The criteria for defining hazardous work for children includes; working more than five hours a day, work that creates undue pressure on physical and psychological well-being and development. Work without pay, work where the child becomes the victim of torture or exploitation or has no opportunity for leisure"

২০১৩ সালে সরকার ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। এই ৩৮টি কাজে ১৮ বছরের নিচে (আমরা জানি ১৮ বছরের নিচে যে কেউই শিশু) কাউকে যুক্ত করা যাবে না বলা আছে। সুশীল সমাজ ও উন্নয়ন সংগঠকদের জোরালো সুপারিশ ও দাবী সত্বেও গৃহকর্মে নিয়োজিতদের (Domestic Workers) ঝুঁকিপূর্ণ তালিকাভুক্ত করা হয়নি। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ এই চার বছরে ১৮২ জন গৃহকর্মী হত্যা ও ১৪৬ জন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এতে বুঝা যায় গৃহকর্মীরা ঝুঁকিতেই রয়েছে, লক্ষণীয় শ্রম আইনের আওতায় গৃহকর্মীরা আসেনা। তবে ২০১৫ সালে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি অনুমোদন করেছে সরকার। কিন্তু এতদ্বসংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৮৯ অনুস্বাক্ষর করেনি। অংশীজনদের অভিমত The Domestic Servant Registration Ordinance of ১৯৬১এর প্রয়োজনীয় সংশোধন সংযোজনপূর্বক আইনে পরিণত করা- গৃহকর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণনিশ্চিতের স্বার্থে।

শিশু নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র-শিশুরা নিরাপদ নয়

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত মাল্টি সেক্টরাল কর্মসূচির অন্যতম হচ্ছে শিশুদের ধর্ষণ পরবর্তী সেবা দেওয়ার জন্য ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)। ওসিসি সূত্রে প্রাপ্ত বিগত তিন বছরের ধর্ষণের শিকার শিশুর পরিসংখ্যান:

সাল	ধর্ষণের শিকার শিশুর সংখ্যা
২০১৬	৪৪৬জন
২০১৭	৫৯৩জন
২০১৮	৫৭১জন ৭২৭জন * (পুলিশের হিসাব)
২০১৯ (জানুয়ারী আগস্ট)	৯৬৯জন ৮১৫জন *(পুলিশের হিসাব) ৬৯৭জন *(বিএসএএফ)

২০১৯ সালের জানুয়ারী থেকে আগস্ট পর্যন্ত দেশের ১১টি ওসিসিতে ৯৬৯জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়ে সেবা নিয়েছে বলে জানা যায়। শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন ২৭২টি এনজিও'র জাতীয় নেট ওর্য়াক বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের (বিএসএএফ) তথ্যে ২০১৯ সালের প্রথম আট মাসে ৬৯৭জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে জানা যায় (প্রথম আলো, ৮ অক্টোবর ২০১৯)। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) ২০১৯সালের দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে শিশু নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে, আগের বছরের তুলনায় গত বছর শিশু নির্যাতনের ঘটনাও বেড়েছে। কন্যা শিশু ধর্ষণের পাশাপাশি ছেলে শিশু ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে, নিহত হয়েছে ৪৮৭জন। এসব শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ শারীরিক নির্যাতনে হত্যা, ধর্ষণের পর হত্যা ও ধর্ষণ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হত্যা। ২০১৮সালে শিশু নিহতের সংখ্যা ছিল ৪১৯জন (প্রথম আলো, ১জানুয়ারী ২০২০)।

পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে পুলিশ সদর দপ্তরের হালনাগাদ অপরাধের তালিকায় দেখা যায় ২০১৮ সালে ধর্ষণের শিকার শিশুর সংখ্যা ছিল ৭২৭জন আর ২০১৯ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৮১৫জন শিশু (প্রথম আলো, ৯ জানুয়ারী ২০২০)।

নারী ও শিশু নির্যাতন নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করা অংশীজনদের অভিমত নিহত ও ধর্ষণের শিকার শিশুর সংখ্যা আরো বেশী। এ পরিসংখ্যানগুলো ওসিসিতে সেবা নিতে আসা অথবা পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে। ভয়ভীতি, নিরাপত্তা, চাপ-প্রভাব, হয়রানি, লোক-লজ্জা কিংবা শিশুর ভবিষ্যত চিন্তা করে ঘটনা আড়াল করার সংখ্যা অনেক বেশী। এ পরিসংখ্যান 'হিমশৈলীর চূড়া মাত্র'। শিশু নির্যাতন, হত্যা ও ধর্ষণের প্রকৃত চিত্র আরো ভয়াবহ অতএব শিশুরা নিরাপদ নয়।

শিশুশ্রমের বৈশ্বিক চিত্র

আইএলও এর তথ্যে জানা যায়: বিভিন্ন ধরণের শ্রমের সাথে যুক্ত ১৫২ মিলিয়ন শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে যুক্ত ৭৩ মিলিয়ন শিশু। ১৫২ মিলিয়ন শিশু বিভিন্ন ধরণের শ্রমের সাথে যুক্ত তবে প্রতি ১০

জনে ৭ জন কৃষিকর্মে নিয়োজিত। আবার ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত ৭৩ মিলিয়ন শিশুর মধ্যে ৩৭ মিলিয়নের বয়স ১৫ এবং তদুর্ধ। উচ্চ আয়ের (High Income) দেশ গুলোতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত ১.৬ মিলিয়ন শিশু। ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে যুক্ত ১৫-১৭ বছর বয়সী ৫.৩ মিলিয়ন শিশু, যা এ অঞ্চল সমূহের ১৫-১৭ বছর বয়সী মোট জনসংখ্যার ৪% (আইএলও-২০১৬)।

বাংলাদেশে শিশুশ্রমের চিত্র

বিভিন্ন ধরণের শ্রমের সাথে যুক্ত–৩৪.৫০ লাখ (প্রায় সাড়ে চৌত্রিশ লাখ) শিশু।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত রয়েছে–১৩ লাখ শিশু। (জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ-২০১৩)

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৩ এর জরিপে দেশে শিশুশ্রম ও শিশুশ্রমিকের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা খুবই উদ্বেগজনক। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে সাড়ে ৩৪ লাখ কর্মজীবী শিশু রয়েছে; যার মধ্যে ২৯ লাখ ৪৮ হাজার পূর্ণকালীন ও ৫ লাখ ২ হাজার খণ্ডকালীন কাজ করে। আবার কর্মজীবী শিশুদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই স্কুলে যায় না। অভাবের তাড়নায় তারা পড়ালেখা ছেড়ে কাজ করে। আগে স্কুলে গেলেও এখন আর যায় না, এমন ২১ লাখ কর্মজীবী শিশু রয়েছে। আর মাত্র ১০ লাখ শিশু পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে কাজ করে। তবে পৌনে ৩ লাখ শিশু কোনো দিন স্কুলে যাওয়ার সুযোগই পায়নি। সব মিলিয়ে স্কুলে যায় না ২৪ লাখ শিশু। কেন তারা স্কুলে যায়নি এমন প্রশ্নের উত্তরও খোঁজা হয়েছে বিবিএস জরিপে। এতে জানা যায় কর্মজীবী শিশুদের ৩০ শতাংশই পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। ২৮ শতাংশ শিশুর পরিবারের পক্ষে শিক্ষা ব্যয় বহন করার সামর্থ্য নেই। ২০ শতাংশ শিশুর পরিবারের সদস্যরাই চাননি, তাঁদের সন্তানরা স্কুলে যাক। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষার দরকার নেই। স্কুল অনেক দুরে, অধিকন্তু গৃহস্থালির কাজ করাসহ বিভিন্ন কারণে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে ১৩ লাখ শিশু।

শিশুশ্রম নিরসনে আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় অঙ্গীকার

Millennium development goals - MDG' র সাফল্যের পর ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২০১৫-২০৩০ মেয়াদে ১৭টি লক্ষ্যে ও ১৬৯টি টার্গেট অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে Sustaintable Development Goals-SDGs গৃহীত হয়। এমডিজি-র আলোকে এসডিজি-তেও শিশুদের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ গুরুত্ব সহকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসডিজি ঘোষণাপত্রের 'ভিশন' এ শিশুদের উন্নয়নের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে -

We envisage a world of Universal respect for human rights and human dignity, the rule of law, justice, equality and non-discrimination; of respect for race, ethnicity and cultural diversity; and of equal opportunity permitting the full realization of human potential and contributing to shared prosperity. A world which invests in its children and in which, every child grows up free from violence and exploitation. A world in which every woman and girl enjoys full gender equality and all legal, social and economic barriers to their empowerment have been removed. A just, equitable, tolerant, open and socially inclusive world in which the needs of the most vulnerable are met……………

এসডিজি-র ১৭টি লক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অন্তত; ১২টি লক্ষ্য (তারকা চিহ্নিত) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুদের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত :

Goal -1 : End poverty in all its forms everywhere *

Goal -2 : End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture *

Goal -3 : Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages *

Goal -4 : Ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning opportunities for all*

Goal -5 : Achieve gender equality and empower all women and girls *

Goal -6 : Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all *

Goal -7 : Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all *

Goal -8 : Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all *

Goal - 9: Build resilient infrastructure, inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Goal -10 : Reduce inequality within and among countries *

Goal -11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable *

Goal -12 : Ensure sustainable consumption and production patterns

Goal -13 : Take urgent action to combat climate change and its impacts *

Goal -14 : Conserve and sustainable use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

Goal -15 : Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reverse land degradation and halt biodiversity

Goal -16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels *

Goal -17 : Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

এসডিজি'র ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে লক্ষ্য ৪,৫,৮,১৬ প্রত্যক্ষভাবে শিশুশ্রম, শিশু পাচার, শিশু দাসত্ব, শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও শিশুদের শিক্ষার বিষয়গুলো সম্পৃক্ত করেছে এবং পরোক্ষভাবে সবগুলো বিষয়ই এ ১৭টি লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। মানবজাতির কল্যাণে বিশ্ব সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন পথ নকশাঃ SDGs-Sustainable Development Goals, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূল নির্যাস হচ্ছে Inclusive development-অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন 'কেউ রবে না পিছে'।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৮ এর টার্গেট ৭ - এ শিশুশ্রম সম্পর্কিত বিষয়টির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে :

'Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its froms.'

এসডিজি-র সাফল্য, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের কার্যকরী ভূমিকার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশ এমডিজি-র লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসডিজি সম্মেলন, ২০১৫-এ তাঁর বক্তৃতায় এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাংলাদেশের দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করে বলেন-

"... As we surprised the world with our MDG achievements, we are committed to lead by example again in case of SDGs. In our journey, no one will be left behind as we aspire to build a just,

progressive, peaceful and prosperous Bangladesh. Let us commit our will and wealth- for our present and future." আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় অঙ্গীকারে আস্থাশীল ও আশাবাদী।

"গত ২৪ জুলাই ২০১৮ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক বলেন, "সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন করতে চায়। তিনি বলেন এ লক্ষ্যে ২৮৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে জেলা প্রশাসকদের নিজ নিজ জেলায় কোন কোন ঝুঁকিপূর্ণ খাতে কি পরিমাণ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে তার তালিকা পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে।" *(প্রথম আলো, ২৫ জুলাই ২০১৮)*

শিশুশ্রম নিরসনে আইন, উদ্যোগ ও পদক্ষেপ সমূহ

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, শিশুসহ ধর্ম, গোত্র বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার ও সুযোগের নিশ্চয়তার ঘোষণা রয়েছে।

১. ১৯৯০ সালে জাতি সংঘ শিশু অধিকার সনদে যে ২২টি দেশ প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করেছিল তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।
২. ২০০১ সালে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নিরসন বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নম্বর ১৮২ অনুসমর্থন করেছে বাংলাদেশ। আবার বাংলাদেশ শ্রমে প্রবেশের ন্যুনতম বয়স সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুস্বাক্ষর করেনি, যা শিশুশ্রম নিরসনে অত্যন্ত জরুরী।
৩. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন
৪. দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (Poverty Reduction Strategy Paper PRSP 2005)
৫. জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০
৬. শিশুশ্রম নিরসন জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০১২-২০১৬
৭. জাতীয় শিশু নীতি - ২০১১
৮. শিশু আইন ২০১৩
৯. বাল্যবিবাহ আইন ২০১৭
১০. গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫
১১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন)
১২. ২০১৫ সালে শ্রম মন্ত্রণালয়ে 'Women and children Labour Unit' প্রতিষ্ঠা।
১৩. বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৮- আগে ১২ বছরের কিশোরদের দিয়ে কাজ করানো বিধান থাকলেও সংশোধিত শ্রম আইনে ১৪ বছরের কম বয়সের কোন শিশুকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দিলে ৫ হাজার টাকা দণ্ড দিতে হবে মালিককে। তবে ১৪ বছর থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত কিশোররা হালকা কাজ করতে পারবে এধরণের বিধান রেখে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৮ এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রী সভা (আজাদী ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮)। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো শিশুশ্রম নিরসনের উদ্দেশ্যে আইনে শাস্তির মেয়াদ ২ বছর জেল ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান করেছে, সে তুলনায় শাস্তি ও দণ্ডটা অত্যন্ত লঘু।
১৪. পাচার প্রতিরোধসহ নানা বিষয়ে শিশুদের সুরক্ষামূলক আইন রয়েছে যা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বাস্তবায়ন করছে।
১৫. শিশুশ্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তার লক্ষ্যে আমেরিকার শ্রম দপ্তরের সহায়তায়-CLEAR PROJECT (Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour) প্রকল্প চলমান রয়েছে।
১৬. জাতীয় শিশুশ্রম নীতি ২০১০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং শিশুশ্রম বিষয়ক কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের বড় প্রকল্প

শিশুশ্রম নিরসনে এখন পর্যন্ত বড় পদক্ষেপ হচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৮৫ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ। যার আওতায় এক লাখ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে আনা হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রকল্প চালানো হবে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ হলেও এখনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ধারণাপত্র/ প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যেই প্রকল্পের কাজ সীমাবদ্ধ রয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) ধারণাপত্র/প্রস্তাব জমা দিলেও মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে তারা এখনো সিদ্ধান্ত পায়নি।

শিশু আইন ও আদালত

"শিশু আইনে স্পষ্টই বলা আছে, অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, অপরাধে জড়িত থাকা শিশুর বিচার শুধু শিশু আদালতেই হবে, অথচ ভ্রাম্যমান আদালত শিশুদের দন্ড দিয়ে চলেছেন। .... শিশু আইনের পাশাপাশি হাইকোর্টের একাধিক রায়েও বলা হয়েছে, শিশুর বিরুদ্ধে যে কোনো অভিযোগের বিচার শুধু শিশু আদালতেই হবে। ভ্রাম্যমান আদালত দূরের কথা, অধস্তন আদালতের কোনো বিচারক শিশুদের বিচার করলেও তা হবে বেআইনী। অতি সম্প্রতি ১২১টি শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের দন্ড দিয়েছেন র‍্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত। *(প্রথম আলো, ৩১ অক্টোবর ২০১৯)*।

২০১৩ সালের শিশু আইনে সাংঘর্ষিক অবস্থা, বিদ্যমান অসঙ্গতি, সৃষ্ট সংশয়, অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি অবিলম্বে সংশোধনীর মাধ্যমে দুর করার দাবী অংশীজনদের। শিশু-কিশোর অপরাধের বিচারের জন্য আলাদা শিশু আদালত সময়ের দাবী। শিশুদের জন্য আলাদা শিশু আদালত হওয়া উচিত। কারণ তাদের বিচার হবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে, শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। শিশু আর প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীর বিচার একরকম নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিশুদের জন্য আলাদা আদালত রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো আমরা করতে পারিনি। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশু আদালত স্থাপনের দাবী সংশ্লিষ্টদের।

জাতীয় বাজেট : শিশুর হিস্যা আশাব্যঞ্জক

বাজেট ডকুমেন্টের সঙ্গে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটা আলাদা কোনো বরাদ্দ নয়। মূলতঃ বাজেটের কত অংশ শিশুদের কল্যাণে ব্যয় হচ্ছে তার পৃথক একটি বিভাজন মাত্র। ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্য নিয়ে 'বিকশিত শিশুঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' শিরোনামে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এতে জানা যায়: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট ছিল ৬৫ হাজার ৬৪৭ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ হাজার ১৯৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ টাকার অঙ্কে বেড়েছে ১৪,৫৫০ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থ বছরের তুলনায় ২২.১৬ শতাংশ বেশি। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৫টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে এ বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়। এ বাজেটের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো ৭ (সাত)টি কার্যক্রম পরিচালনা করবে। কার্যক্রমগুলো হচ্ছে:

১. শিশু ও তাদের পরিবারের মৌলিক সেবা প্রদান,
২. নারীর ক্ষমতায়নে উৎসাহিতকরণ,
৩. শিশুর যত্নকারীদের বিশেষ সহায়তা,
৪. প্রতিবন্ধী, অনাথ ও পথশিশুদের অধিকার,
৫. শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ নিরসন,
৬. শিশুর দেখাশোনাকারীদের কর্মসংস্থান
৭. শিশুদের জীবিকা অর্জনের দক্ষতা বৃদ্ধি।

অর্থমন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, সরকার ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে শিশু বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে শিশু উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেটের মূল ধারায় নিয়ে এসেছে। শিশুদের জন্য বরাদ্দ প্রতিবছরই বাড়ছে। সরকারের লক্ষ্য ২০২০ সাল নাগাদ শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দ মোট বাজেটের ২০ শতাংশে উন্নীত করা। বিগত অর্থ বছরে বরাদ্দ ১৪ শতাংশ ছাড়িয়েছে।

এই 'শিশু কেন্দ্রিক বাজেট' বা 'শিশু বাজেট'

শিশুদের কল্যাণে তেমন অবদান রাখতে পারছেনা বলে অংশীজনরা মনে করেন। কেননা এই শিশু বাজেট মূলত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে শিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের একটি সামগ্রীক চিত্র মাত্র। এতে করে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে তাদের জন্য যথার্থ পরিকল্পনা ও বাজেট করা হয় না। তাই শিশু বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শিশু ও শিশু নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংগঠন গুলোর মতামত নেয়া উচিত বলে ওয়াকেবহাল মহল মনে করেন।

শিশুশ্রম পরিস্থিতি: চট্টগ্রাম অঞ্চল

'Gate way of the east' প্রাচ্যের প্রবেশ দ্বার খ্যাত চট্টগ্রাম বন্দর নগরী। 'Urban poor' নগর দারিদ্র এর সাথে শিশুশ্রম সম্পর্কিত। এ প্রসঙ্গে একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, "It is speculated that approximately 4.5 crore people live in Dhaka, Chittagong, Khulna and Rajshahi city. On the other hand Dhaka and Chittagong is expanding fast. 35% Urban people are slum dwellers. Population growth rate in slum are 7%. Again due to absence of basic facilities urban poor are more vulnerable than the rural poor. (Urban Health Scenario : Looking Beyond: 2015, BRAC University). বস্তুত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষগুলো জীবিকার তাগিদে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনার মতো নগরগুলোতে ছুটে আসে। 'Push and Pull' থিওরীর আলোকেই এ বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে।

প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় ৬০ লাখ মানুষের শহর চট্টগ্রাম। সরকার চিহ্নিত ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে ৩/৪টি বিশেষায়িত প্রোডাক্টের কারখানা/উৎপাদন না থাকায় সেগুলো বাদে বাকী সবকটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে এতদ্বঅঞ্চলের শিশুরা জড়িত। চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিশুশ্রম কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে জড়িতদের হালনাগাদ কোন পরিসংখ্যান নেই-যা বলা হয় তা অনুমান নির্ভর। কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর গত অর্থ বছরে চট্টগ্রাম জেলায় ৪ (চার)টি ঝুঁকিপুর্ণ কাজ: ১. কাঁচ শিল্প ২. এলুমিনিয়াম ৩. প্লাষ্টিক ৪. জাহাজভাঙ্গা শিল্পে কর্মরত শিশুদের প্রত্যাহারের কর্মসূচী নিয়েছে। তাদের কাজের অগ্রগতি বা অর্জন সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের ভিন্নমত রয়েছে। চট্টগ্রাম নগরে শিশুশ্রম নিরসনে সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব রয়েছে। তা ছাড়া সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে (সিএসআর) কর্পোরেট হাউজ গুলোরও দায়বদ্ধতা রয়েছে যা বাস্তবে অনুপস্থিত।

শিশু আইন, শ্রম আইন ও মটরযান আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিআরটিএ এবং পুলিশের। তাদের কাজের সমন্বয় নেই। Blame game and pillow passing-একে অপরকে দায়ী করা এবং দায়িত্বটা অন্যের কাঁধে চাপানোই এ তিন প্রতিষ্ঠানের রেওয়াজ। জনমনে এ ধারণা প্রবল যে এদের যোগসাজশেই আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে-

ক. সড়ক পরিবহনসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুরা নিয়োজিত।

খ. টোকেন বাণিজ্য।

গ. দুই নম্বরী লাইসেন্স ইত্যাদি চালু রয়েছে-

প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়- এ এক Vicious circle - দুষ্ট চক্র।

চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত ৬০ হাজার শিশু

চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে রয়েছে প্রায় ৬০ হাজার শিশু। এসব শিশুদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছর। এদের একটি বড় অংশ শিশুশ্রমের সাথে জড়িত। চট্টগ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের ২০১৯ সালের মার্চের 'শিশু জরিপে'র তথ্য অনুযায়ী চট্টগ্রামে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী জরিপকৃত শিশুর সংখ্যা ৯ লাখ ৪০হাজার ৭১৯জন। এর মধ্যে স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা হচ্ছে ৮লাখ ৮১ হাজার ৯১৪ জন। এই হিসাব অনুযায়ী চট্টগ্রামে শিক্ষার বাইরে রয়েছে ৫৮ হাজার ৮০৫ জন শিশু- অর্থাৎ প্রায় ৬০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত। প্রতি বছর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা থানা ও উপজেলাভিত্তিক এই শিশু জরিপ করেন। উল্লেখ্য বিভিন্ন এনজিও, ভ্রাম্যমান স্কুল ও সামাজিক সংগঠনের সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষা নেয়া শিশু শিক্ষার্থীরা এই জরিপে অন্তর্ভুক্ত হয়নি *(দৈনিক পূর্বকোণ, ২৮ডিসেম্বর ২০১৯)*।

আমাদের বিবেচনায় সরকার চিহ্নিত ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকার ২৭ নম্বর ক্রমিক ট্রাক/বাস/টেম্পু হেলপার অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থাতে কাজ করে। সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্মারক নং:১৭৩ তারিখ: ২১/০৬/২০১০খ্রিঃ মূলে চট্টগ্রামের তৎকালীন জেলা প্রশাসককে টেম্পুতে কর্মরত শিশুদের প্রত্যাহারের আবেদন জানালে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের পত্র স্মারক নং:০০. ২৯১.০১৬. ৪৪.০৪.০৪৪.২০১০-২২৩ তারিখ: ০২/০৯/২০১০ খ্রিঃ দ্বারা এতদ্বব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে টেম্পুতে তথা সড়ক পরিবহনে কর্মরত শিশুর সংখ্যা বাড়ছে। এ শিশুগুলো অধিকতর ঝুঁকিতে এ কারণে, যে ড্রাইভারের গাড়িতে সে কাজ করে তাদের সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্য ভয়ানক উদ্বেগের:

২০১৩-The working children in transport (Tempo) in Chittagong Metropolitan City-A Sociological Profile-Dr. Monzur -Ul-Amin Chowdhury'র গবেষণা সূত্রে জানা যায় ২১% ভুয়া ড্রাইভার (অবৈধ চালক), টেম্পুতে।

২০১৭-TIB'র Universal Periodic Review সূত্রে জানা যায় -৩৫% ভুয়া **ড্রাইভার (অবৈধ চালক)** গণ পরিবহণে।

২০১৭-The working children in Road transport sector in Chittagong City-A Sociological Profile-Dr. Monzur-Ul-Amin Chowdhury'র গবেষণা সূত্রে জানা যায় **৩৯% ভুয়া ড্রাইভার(অবৈধ চালক)** গণ পরিবহণে।

১০ জুলাই, ২০১৮-জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন ২০১৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত নিবন্ধিত যানবাহনের সংখ্যা ৩৪ লাখ ৯৮ হাজার ৬ শত ২০ টি অথচ ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী চালক আছেন ১৮ লাখ ৬৯ হাজার ৮ শ ১৬ জন; অর্থাৎ ৪৬.৫৬% ভুয়া ড্রাইভার গণ পরিবহণে (প্রথম আলো, ১১ জুলাই ২০১৮)। গণ পরিবহণ সংশ্লিষ্ট গবেষকদের অভিমত হচ্ছে ভুয়া ড্রাইভার (অবৈধ চালক) ৫০ শতাংশের বেশী।

অতএব পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সড়ক পরিবহণে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কর্মরত শিশুসহ অন্যান্য সেক্টরে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কর্মরত শিশুদের প্রত্যাহার ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া জরুরী।

২০২১ কিংবা ২০২৫ সালে শিশুশ্রম বিশেষতঃ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার, আইন, কাঠামোগত বিন্যাস, অর্থ, প্রকল্প সবই প্রস্তুত-বাস্তবায়নটাই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি ও উন্নয়ন সংগঠন গুলোর সম্মিলিত সমন্বিত ও গতিশীল কর্মযজ্ঞ। শিশুশ্রম শিশুর জন্মের মতই একটি চলমান প্রক্রিয়া। এটি একটি সমাজ কাঠামোগত সমস্যা। আমাদের মত শ্রেণি বিভক্ত সমাজে দারিদ্র কিংবা শিশুশ্রম পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব নয়। প্রত্যাহার-পুনর্বাসন ও সুরক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্রমাবনতি রোধ করা যাবে, ঝুঁকিমুক্ত রাখা যাবে, সহনীয় পর্যায়ে রাখা যাবে হয়তো বা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,"পূণ্যে-পাপে, দু:খে-সুখে, পতনে-উথানে মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।" শ্রমে নিয়োজিত শিশুরা তো আমাদেরই সন্তান। তাদের নিরাপদে গড়ে বেড়ে উঠা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পরিবার সমাজ তথা রাষ্ট্রেরই।

'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল, এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।' এ অঙ্গীকার একজন সুকান্ত ভট্টাচার্যের নয়- এ অঙ্গীকার মানবতার, এ অঙ্গীকার সমগ্র মানবজাতির। আসুন শিশুবান্ধব সমাজ বিনির্মাণে আমরা সচেষ্ট হই।

লেখক: চেয়ারম্যান, ঘাসফুল ও সিনেট সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধটি গত ১৬ জানুয়ারি,২০২০ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামের সোসিওলজী এন্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আয়োজিত সেমিনারে পঠিত। প্রবন্ধকার উক্ত বিভাগের এডজাংক্ট ফ্যাকাল্টি-সম্পাদক।

বয়সের সমতা পথে যাত্রা

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয় প্রাঙ্গণ ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে গত ১ অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী, মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'বয়সের সমতা পথে যাত্রা'। সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন এর সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহ উদ্দিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফজলুল কাদের চৌধুরী আইডিয়্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক কাজী আব্বাস আলী, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সভাপতি মোঃ আবুল কালাম। প্রধান অতিথি বলেন, প্রবীণেরা সমাজের বোঝা নয়, প্রবীণেরা সমাজের কর্ণধার। প্রবীণদের যথাযথ সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সবাইকে আহবান জানান। তিনি ঘাসফুল ও পিকেএসএফ কে এই ধরনের সচেতনমূলক দিবস উদযাপনের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। একইদিন গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নেও বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষে স্থানীয় প্রবীণদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগীতা, পুরস্কার বিতরণী, ভাতা প্রদান, সিনিয়র সিটিজেন ও বিশিষ্ট নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রবীণ কমিটির সভাপতি মোঃ সরওয়ার্দী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা

বিশ্ব প্রবীণ দিবস

সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ পরিচালক মোঃ শহিদুল ইসলাম, হাটহাজারীর প্রেস ক্লাব সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া। অতিথিবৃন্দ প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন করায় পিকেএসএফ ও ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামীতেও তা অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন। অনুষ্ঠানে ৩ জনকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ, ৩ জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রবীণ দিবস উপলক্ষে ফুটবল ও বালিশ খেলাসহ বিভিন্ন ইভেন্টের ক্রীড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন গুমান মর্দ্দন ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান সৈয়দ মোঃ জাহেদ, খোরশেদুল আলম ও শফিউল মাস্টার প্রমুখ। উভয় ইউনিয়নের র‍্যালী ও আলোচনা সভায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, যুব নারী-পুরুষ প্রতিনিধি, এলাকার সাধারণ নারী-পুরুষ ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মীগণ অংশ গ্রহণ করে।

অভিগম্য আগামীর পথে

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্যোশাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট এর আওতায় গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে গত ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'অভিগম্য আগামীর পথে'। ঘাসফুল প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ সরওয়ার্দী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্যানেল চেয়ারম্যান সৈয়দ মোঃ জামাল উদ্দিন, ইউপি মেম্বার বিন্দু ভূষণ বড়ুয়া, সমাজসেবক মোঃ আনোয়ার হোসেন, সোলতানুল আলম চৌধুরী, সাবেক ইউপি মেম্বার নেপাল বড়ুয়া, আমিনুল ইসলাম রাজু মেম্বার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু আহম্মেদ। প্রধান অতিথি বলেন- প্রতিবন্ধীদের প্রতি আমাদের সকলকে সংবেদনশীল হতে হবে। অনুষ্ঠানে অনুভূতি প্রকাশ করেন অভিভাবক রমা বড়ুয়া, মলিনা বড়ুয়া, প্রতিবন্ধী কলেজ শিক্ষার্থী মো: সাকিব, প্রতিবন্ধী মো: আরাফাত। আলোচনা শেষে ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া একই বিষয়ে ১১ ডিসেম্বর মেখল ইছাপুর বাজারস্থ সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য বিশিষ্ট সমাজসেবক সমিহা সলিম এর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সালাহউদ্দিন চৌধুরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ঘাসফুল সমাজের সকল স্তর, সকল শ্রেণি পেশার মানুষ নিয়ে যে ভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা সমাজে বিরল, এজন্য মেখল ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো: আব্দুল মালেক, হাটহাজারী প্রেসক্লাবের সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া, ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক আবেদা বেগম। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস

পরিষদের সদস্য খুরশিদা বেগম,বেবী আক্তার, রহিমা বেগম,প্রবীণ কর্মসূচির সভাপতি মো: আবুল কালাম মাষ্টার, সমাজ সেবক সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঘাসফুল ক্ষুদ্রঅর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের রিজিওনাল ম্যানেজার মো: নাছির উদ্দিন।

স্বাস্থ্যক্যাম্প সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় গত ২৭ নভেম্বর মেখল ইউনিয়নের উত্তর মেখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ১৭ ডিসেম্বর গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে মেডিসিন, নাক, কান, গলা এবং ডায়বেটিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ও চট্টগ্রাম লায়ন্স হসপিটাল এর মেডিকেল টিম কর্তৃক চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদানের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী স্বাস্থ্য, চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেখল ইউনিয়নের ৪২৩ জন ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ২৮২জন রোগী স্বাস্থ্য ও চক্ষুসেবা গ্রহণ করে।

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ গ্রহণকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গত ২৩-২৪ অক্টোবর মাচায় ছাগল পালন, ২৯-৩০ অক্টোবর হাঁস মুরগী পালন, ১২-১৩ নভেম্বর টার্কি মুরগী পালন, ১৮-২০ নভেম্বর উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন, ২২-২৪ ডিসেম্বর গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে মোট ৭৫জন প্রশিক্ষণার্থী ৫টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। মেখল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন হাটহাজারী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আইয়ুব মিঞা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ আব্দুল্লাহ ওয়াহিদ ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির পারিবারিক উদ্যোগ কর্মকর্তা রুমেল মুৎসুদ্দি।

ডিজিটাল স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

২-৩ ডিসেম্বর-১৯ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও পরিদর্শকদের মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা কার্যক্রম আরো গতিশীল ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সিমেড হেলথ এর কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়ে ২ দিন ব্যাপী স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন সিমেড হেলথ এর মাষ্টার ট্রেইনার রাসেল ইমতিয়াজ। কর্মসূচির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন হাটহাজারী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আইয়ুব মিঞা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ আব্দুল্লাহ ওয়াহিদ ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির পারিবারিক উদ্যোগ কর্মকর্তা রুমেল মুৎসুদ্দি।

জাতীয় যুব দিবস

দক্ষ যুব গড়ছে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় গত ২ নভেম্বর মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কার্যালয় প্রাঙ্গন ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'দক্ষ যুব গড়ছে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'। এ উপলক্ষে মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন এবং ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য বেবী আক্তার এবং গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ এর নেতৃত্বে ইউনিয়নের নারী পুরুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় ইউনিয়নের র‍্যালী ও আলোচনা সভায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, যুব নারী-পুরুষ, এলাকার সাধারণ নারী-পুরুষ ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মীগণ অংশ গ্রহণ করে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি

বয়স্কভাতা ও ফিজিওথেরাপি সেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত ১১ ডিসেম্বর মেখল ইউনিয়নে ১১২ জন প্রবীণের মাঝে কম্বল, লাঠি ও হুইল চেয়ার, ৩ জন প্রবীণকে শ্রেষ্ঠ প্রবীন সম্মাননা ও ৩ জন নবীনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান করা হয়। ১৭ ডিসেম্বর গুমান মর্দন ইউনিয়নে ১১২ জনসহ উভয় ইউনিয়নে মোট ২২৪ জন প্রবীণের মাঝে কম্বল, লাঠি ও হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়। এছাড়া গত তিনমাসে দুইশ জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট তিন লক্ষ টাকা বয়স্কভাতা ও ১২ জন মত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট চব্বিশ হাজার প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১২৮জন প্রবীণকে ফিজিওথেরাপী সেবা দেয়া হয়। তাছাড়া নিয়মিত প্রবীণ গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন ও যুব ওয়ার্ড সমন্বয় সভা সম্পন্ন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গত ১৯ নভেম্বর মেখল ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সকল মেম্বার ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এক ইউনিয়ন সমন্বয় সভা ও ২৪ ডিসেম্বর সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘরে ইউনিয়নের যুবদের নিয়ে যুব ইউনিয়ন সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেখল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ সালাহ উদ্দিন চৌধুরী। তিনি মেখল ইউনিয়নে চলমান সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের চিত্র তুলে ধরেন।

নিয়ম মেনে অবকাঠামো গড়ি, জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করি

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গত ১৩ অক্টোবর বর্ণাঢ্য র‍্যালি, মহড়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল- 'নিয়ম মেনে অবকাঠামো গড়ি, জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করি'। এদিন সকাল ৯.০০টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস থেকে র‍্যালী শুরু হয়ে এম.এ আজিজ স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেশিয়াম মাঠে শেষ হয় এবং

মহড়া পরবর্তী জিমনেশিয়াম সংলগ্ন মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন। প্রধান অতিথি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জনসংখ্যার আধিক্য, ক্রমবর্ধন ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এদেশের জনগোষ্ঠীকে আরও বিপদাপন্ন করে তুলছে। প্রশিক্ষণই হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রধান হাতিয়ার। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা বিদুর্ষী সম্বোধী চাকমা, ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক মোঃ আবদুল মান্নান, উপ-সহকারী পরিচালক পূর্ণচন্দ্র মুৎসুদ্দী, সিনিয়র স্টেশন অফিসার মোঃ মান্নান, মহড়া কমান্ডার মোঃ রেজাউল কবির প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে।

বিশ্ব এইডস দিবস' ২০১৯

এইডস নির্মূলে প্রয়োজন, জনগণের অংশ গ্রহণ

'এইডস নির্মূলে প্রয়োজন, জনগণের অংশ গ্রহণ' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে ১লা ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পালিত হলো বিশ্ব এইডস দিবস। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে আন্দরকিল্লা জেনারেল হাসপাতাল থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে তা আন্দরকিল্লা জেনারেল হাসপাতালে এসে শেষ হয়। র‍্যালি উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ কামাল হোসেন। র‍্যালি শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে চট্টগ্রাম জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ শেখ ফজলে রাব্বি এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থাসহ ঘাসফুলের কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র

রোটারী ক্লাব অব গ্রেটার চিটাগাং এর হ্যান্ডওয়াশ বিতরণ

শিশুরা সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস না করলে বিভিন্ন রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তাই প্রতিটি শিশুর খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। 'হাত পরিস্কার রাখুন, সুস্থ থাকুন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৮ নভেম্বর রোটারী ক্লাব অব গ্রেটার চিটাগাং এর সহযোগীতায় পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনীস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ৬০ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে হ্যান্ডওয়াশ বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ পরিচালক মফিজুর রহমান, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ, রোটারী ক্লাব অব গ্রেটার চিটাগাং এর চার্টার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শাহজাহান, আইপিপি এমদাদুল আজিজ চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট আজিজুল গণি চৌধুরী ও সেক্রেটারি সৈয়দা কামরুন নাহার প্রমুখ।

জাতীয় যুব দিবস ২০১৯

দক্ষ যুব গড়ছে দেশ, বঙ্গবন্ধু'র বাংলাদেশ

যে কোন দেশ বা সভ্যতা বিনির্মাণের পেছনে যুব সমাজই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সরকারের আন্তরিকতায় ও নিরলস প্রচেষ্টায় আমাদের যুব সমাজ পিছিয়ে নেই। উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে যুব শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে গত ১ নভেম্বর চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয় যুব দিবস ২০১৯এর আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আবদুল মান্নান প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল-'দক্ষ যুব গড়ছে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আবদুল মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চট্টগ্রাম এর এ.জেড.এম শরীফ হোসেন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ শাহাবুদ্দিন। অনুষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ। গত তিন মাসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ফেনী নওগাঁ, কুমিল্লা ও ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২৮ অক্টোবর 'সংস্থার পরিচিতি ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা', ৩ নভেম্বর 'Training on Accounts Keeping of Microfinanace Program', ৪ নভেম্বর 'সংস্থার পরিচিতি ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা', ৫ নভেম্বর 'Effective Microfinance Program & Organization Identity', ০২-০৪ ডিসেম্বর 'সংস্থার পরিচিতি ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা', ৬-৭ ডিসেম্বর Micro fin 360 Software related, শীর্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ গুলোতে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (অপারেশন) ফরিদুর রহমান উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম বিভাগের উপ-পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, আর্থিক ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, এমআইএস বিভাগের সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম বিভাগ নওগাঁ জোনের সহকারী পরিচালক শামসুল হক, মানব সম্পদ ও প্রশিক্ষণ বিভাগের সহকারী পরিচালক খালেদা আক্তার এবং শাখা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রমুখ।

বিষয়	সময়কাল	সংখ্যা	আয়োজক ও স্থান
Microfinance Operations and Management	২৭-২৮ অক্টোবর	১জন	এমআরএ, বুরো বাংলাদেশ
MF - CIB	১৬-১৭ অক্টোবর	৩ জন	এমআরএ, এমএফ- সিআইবি ট্রেনিং ল্যাব
Accounts and Financial Management	২০-২৩ অক্টোবর	২জন	পিকেএসএফ, আইএনএম
MF - CIB	১১ নভেম্বর	১জন	এমআরএ, এমএফ-সিআইবি ট্রেনিং ল্যাব
স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন বিষয়ক	১৭-২১ নভেম্বর	১জন	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গর্ভনেন্স ইনোভেশন ইউনিট, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
Right to Food Nutrition Conference	০৪ ডিসেম্বর	১জন	রাইটস টু ফুড বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনিস্টিটিউট।
Environment & Environment Law	৮-১২ ডিসেম্বর	১জন	বেলা, বেলা কনফারেন্স রুম
ME & SME Employees Development	১০-১২ ডিসেম্বর	০১জন	সিডিএফ, সিডিএফ
Loan Management of Microfinance	৯-১২ ডিসেম্বর	০১ জন	পিকেএসএফ, আইএনএম

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

গত তিন মাসে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার গোবরচাপাঁ ও সাপাহার উপজেলায় মোট ২টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
গোবরচাপাঁ	১	১০৫	১৮	১০
সাপাহার	১	২১০	২৯	২৫
মোট	২	৩১৫	৪৩	৩৫
ক্রমপুঞ্জিভূত	১৭৮	২২৪৪৬	৪০৬৯	২৩৫০

ঢাকার শ্যামবাজার শাখায় ঋণ বিতরণ উদ্বোধন

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিভাগের ঢাকা জেলায় নতুন উদ্বোধনকৃত শ্যামবাজার শাখায় (শাখা কোড-৫৪) প্রথম ঋণ বিতরণ উদ্বোধন করেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। এ সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ঘাসফুলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪৭০৮	ক্রমপূঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১৪১৯৫৮৮৯৬৩৯
সদস্য সংখ্যা	৭৬৭৭৮	ঋণ স্থিতির পরিমান	১২৯৪৫০৭০৬১
সঞ্চয় স্থিতি	৬০৬০৪২৬৯০	বকেয়া	৪৫৭২৪৩৩৯৭
ঋণ গ্রহীতা	৫৯৮৬৩	শাখার সংখ্যা	৫০
ক্রমপূঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	১৫৪৯০৩৯৬৭০০		

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুদাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৭২জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১৬,৬৩,৯৩৬/-(ষোল হাজার তেষট্টি হাজার নয়শত ছত্রিশ) টাকা। মত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৬,৫৪,২৭৫/- (ছয় লক্ষ চুয়ান্ন হাজার দুইশত পচাঁত্তর) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৩,৬০,০০০/- (তিন লক্ষ ষাট হাজার) টাকা।

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম

নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের আওতায় নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রয়েছে। গত তিনমাসে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	১০২৬
টিকাদান কর্মসূচি	৩৮৩
পরিবার পরিকল্পনা	২৯২৫
নিরাপদ প্রসব	৭৯
গার্মেন্টিস স্বাস্থ্যসেবা	৫৪২৯
হেলথ কার্ড	৩৯২

যথাযোগ্য মর্যাদায় বীরকন্যা ... শেষ পৃষ্ঠা পর

বউ আফিয়া খাতুন খঞ্জনী। তিনি কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম উপজেলার জগন্নাথ দিঘী ইউনিয়নের সোনাপুর গ্রামের বউ। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এই মহান মুক্তিযোদ্ধা বীরকন্যা মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকেন। কেউ তাঁর খোঁজ রাখেনি। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা, নারীনেত্রী মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, শামসুন্নাহার রহমান পরাণ দীর্ঘদিন ধরে কুমিল্লার পথ-প্রান্তরে খঞ্জনীর খোঁজ করছিলেন। অবশেষে খঞ্জনীর খোঁজ পেলেন শামসুন্নাহার রহমান পরাণ। তিনি ০৩ মার্চ ২০০০ সালে দৈনিক আজকের কাগজে "একাত্তর-এর ঘাতকদের হাতে বন্দি কেনো মানিকের বৌ" শীর্ষক একটি ফিচার লিখেন। শামসুন্নাহার রহমান পরাণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গত ২২ মার্চ ২০০০ সালে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় নারীমঞ্চে, "কী ছিল তার অপরাধ" এবং ০৫ ডিসেম্বর ২০১১ সালে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় "কুমিল্লার বীরাঙ্গনা খঞ্জনীর স্বীকৃতি মেলেনি এখনও" শীর্ষক দুইটি সচিত্র প্রতিবেদন ছাপানো হয়। তারপর তার নিজের লেখা আজকের কাগজে প্রকাশিত ফিচার এবং অন্য দুই পত্রিকায় প্রকাশিত সচিত্র প্রতিবেদন নিয়ে শামসুন্নাহার রহমান পরাণ দীর্ঘদিন ধরে দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা বীরকন্যা খঞ্জনীর বীরত্বের স্বীকৃতি এবং সাহায্যার্থে বিভিন্ন মহলের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান এবং বিভিন্ন জায়গায় তার সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। অবশেষে ২০১৩ সালে শামসুন্নাহার রহমান পরাণের আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন নারীপক্ষ নামে একটি নারী

সংগঠন। ঘাসফুলের মাধ্যমে নারীপক্ষ প্রতি মাসে ১২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা হারে মাসিক ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৪ থেকে পরবর্তী দুই বছরের জন্য একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করেন যা ২০১৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে প্রয়াত পরাণ রহমানের নির্দেশনায় গত ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে কুমিল্লার স্থানীয় দুইটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং একজন সহকারী শিক্ষক ও পাড়া-পড়শিসহ পঞ্চাশ জনের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধা বীরকন্যা আফিয়া খাতুন খঞ্জনীকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে বীরত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটাই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁর প্রথম স্বীকৃতি ছিল। পরবর্তীতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। পরাণ রহমান মুক্তিযোদ্ধা বীরকন্যা আফিয়া খাতুন খঞ্জনীকে বীরাঙ্গনা নয়, বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়সহ রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে লিখিতভাবে আবেদন করেন। গত ২৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ফেডারেশন অব বিজনেস অ্যান্ড প্রফেশনাল উইমেন'স এর ৩৭ বছর উপলক্ষে এই বীরকন্যাকে সম্মাননা প্রদান করেন এবং ১০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ৩৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা বীরকন্যা আফিয়া খাতুন খঞ্জনীকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এই বিজয়ের মাসে মুক্তিযোদ্ধা খঞ্জনী'র শেষ বিদায়ে ঘাসফুলের গভীর শ্রদ্ধা। জাতি তাঁর এ আত্মত্যাগকে আজীবন স্মরণ রাখবে।

PACE Value Chain & Technology Project এর আওতায় প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা, প্রদর্শনী সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহায়তায় চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন হাটহাজারীর মিষ্টি মরিচ, নিরাপদ সবজি ও মসলা জাতীয় ফসলের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিকরণ (PACE Value Chain Project) প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চমূল্যের সবজি ও মরিচ চাষ বিষয়ক নয়টি প্রশিক্ষণ, নয়টি ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা, কৌশল নির্ধারণ ও মূল্যায়ন বিষয়ক দুইটি সভা, কৃষি উপকরণ এবং বীজ উৎপাদনের সাথে জড়িত স্টেকহোল্ডার-বেপারি, পাইকার ও আড়তদার এবং অন্যান্য সেবা প্রদান ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের Sensitization একটি সভা, দশটি মিষ্টি মরিচের বীজ উৎপাদনের প্রদর্শনী, পাঁচটি নিরাপদ সবজি প্রদর্শনী প্লট ও দুইটি ঘাস প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন PACE প্রকল্প সমন্বয়কারী কৃষিবিদ হরি সাধন রায়, অ্যাসিসটেন্ট ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলেটেটর মোঃ এমরান। এছাড়া উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (PACE Technology Project) প্রকল্পের আওতায় চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

PACE প্রকল্পের আওতায়

হাটহাজারীতে ঘাসফুলের বিক্রেতা সমাবেশ

পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন নিরাপদ সবজি ও মসলা জাতীয় ফসলের বাজার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় কৃষকের উৎপাদিত লাল মিষ্টি মরিচ 'লঙ্কা ও 'অনন্য' ব্র্যান্ড বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। হাটহাজারীর লাল মিষ্টি মরিচ বিক্রেতাদের সম্মানে ঘাসফুলের সহযোগীতায় মেসার্স হাজী মনু মিয়া ক্রাসিং মিলের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ সাবের ও নিউ গাউছিয়া ক্রাসিং মিলে এর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ মুছা সওদাগরের আয়োজনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ২২ ডিসেম্বর স্থানীয় কনক কমউনিটি সেন্টারে। ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের ব্যবস্থাপক মোঃ নাছির উদ্দিনের সঞ্চালনায় সমাবেশের উদ্বোধন করেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের প্রধান সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এগ্রোবেড কোম্পানী লিঃ (উত্তর) এর সেলস ম্যানেজার মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন তালুকদার ও হাটহাজারী উপজেলার প্রেস ক্লাব সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া। এসময় 'লঙ্কা ও 'অনন্য' ব্র্যান্ডের বিক্রেতাদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় মোট ৬জনকে ক্রেস্ট ও সনদ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন-'লঙ্কা' ব্র্যান্ডে ১ম চট্টগ্রাম নগরীর কৃষক বাজার পাচঁলাইশ, ২য় মোঃ আক্তারুজ্জামান, আক্তার স্টোর, ছিপাতলী ও ৩য় মোঃ ফোরকান, শাহ আমানত স্টোর, এগার মাইল, হাটহাজারী। 'অনন্য' ব্র্যান্ডে ১ম চট্টগ্রাম নগরীর কৃষক বাজার, পাচঁলাইশ, ২য় দিদারুল আলম, মা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, চাঁনমারি রোড, লালখান বাজার ও ৩য় মোঃ আরমান, খাজা স্টোর, দেওয়ার নগর, হাটহাজারী। সমাবেশে প্রায় শতাধিক বিক্রেতা উপস্থিত ছিলেন এবং শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৮ বছর

মাইক্রোফিন্যান্স ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো প্রতিনিধি দলের ঘাসফুল চান্দগাঁও শাখা পরিদর্শন

মাইক্রোফিন্যান্স ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (এমএফ-সিআইবি) এর একটি প্রতিনিধি দল গত ১০ ডিসেম্বর ঘাসফুল চান্দগাঁও শাখা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন দলে ছিলেন এমএফ-সিআইবি প্রকল্প পরিচালক গৌরাঙ্গ চক্রবর্ত্তী, ইন্টারন্যাশনাল টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট জিম আজিজ, বিএফপি-বি এর ব্যবস্থাপক রাবেয়া ইয়াসমিন, এমএফ-সিআইবি এর সিস্টেম সুপারভাইজার মোঃ শহীদুল হাসান ও বিএফপি-বি এর কো-অর্ডিনেটর অনিমা হক। ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থয়ান ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের প্রধান সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, এমআইএস বিভাগের প্রধান আবু জাফর সরদার এবং ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান খান প্রমুখ।

ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের আলোচনা সভা, ইয়ুথ কনফারেন্স সম্পন্ন

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে যুব সমাজই বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্পে আয়োজিত জাতীয় যুব দিবস-২০১৯ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য ইয়ুথ কনফারেন্স ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ১৩ নভেম্বর নগরীর থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ঘাসফুলের চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. এ এফ ইমাম আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সালেহ আহমেদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ওয়াহিদুল আলম, উপ-পুলিশ কমিশনার-উত্তর (সি.এম.পি) বিজয় বসাক, চট্টগ্রাম চারুকলা ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ড. শায়লা শারমিন ।

◄ বাকী অংশ ৪র্থ পৃঃ

যথাযোগ্য মর্যাদায় বীরকন্যা মুক্তিযোদ্ধা খঞ্জনীর দাফন সম্পন্ন

কুমিল্লার বীরকন্যা মুক্তিযোদ্ধা আফিয়া খাতুন খঞ্জনী গত ২৩ ডিসেম্বর বার্ধক্যজনিত কারণে বাগিচাগাঁওস্থ মেয়ের বাসায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। উল্লেখ্য ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ নির্যাতিত নারীকে পরিত্যক্ত গোয়াল ঘর থেকে উদ্ধার করে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করা সম্ভব হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য মুক্তিযুদ্ধ শেষে আফিয়া খাতুন খঞ্জনী পাকিস্থানী হানাদারদের ক্যাম্প থেকে ঘরে ফিরে আসলে তাঁকে নষ্টা নারী আখ্যা দিয়ে গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হয়। অথচ এ খঞ্জনীই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এলাকার শত শত মানুষের জীবন রক্ষা করে, নিজের সর্বস্ব দিয়ে। সমাজচ্যুত খঞ্জনী পরবর্তীতে এলাকা ছেড়ে অনাহারে, দুঃখ-কষ্টে নিরুদ্দেশ হলে পরাণ রহমান তাঁকে খুঁজে বের করে। আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধা আফিয়া খাতুন খঞ্জনীর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, তাকে যেন জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন। ঘাসফুল এ নির্যাতিতা নারী মহান মুক্তিযোদ্ধার জীবদ্দশায় সার্বক্ষনিক পাশে থাকতে পেরে গর্বিত। গত ২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বাদ জোহর চৌদ্দগ্রাম উপজেলার নির্বাহী অফিসার মাসুদ রানার নেতৃত্বে যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সোনাপুর গ্রামে সমাহিত করা হয় এই বীরকন্যাকে। ১৯৭১সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর হাতে বর্বরোচিত ভাবে লাঞ্চিত হন সোনাপুরের

◄ বাকী অংশ ১৫ পৃঃ দেখুন

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
লুৎফন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল
নুদরাত এ করিম
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, এমএ মঞ্জুরী, বাড়ী নং-৫/ডি, বাদশামিয়া রোড, আমিরবাগ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫
ইমেইল :ghashful@ghashful-bd.org, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org